Subject Bengali
2nd language
Answer script
Class-6
আদর্শ শিষ্য।
কবি কাশীরাম দাস।

ক) নীচের অর্থ গুলি পড়ো এবং লেখ।

উ:) দিম্ব- ব্রাম্ভন।

অধ্যয়ন- পড়াশোনা। আজ্ঞা -আদেশ।

কৈল - বলিল।

আলি- কৃষি জমির সীমানা নির্দেশক মাটির বাঁধ ।

গমন- প্রস্থান।

যতন- যত্ন।

দিবস -দিন।

রজনী- রাত্রি।

ক্রোধ -রাগ।

দন্ডেতে -লাঠিতে।

আশিস -আশীর্বাদ।

কল্যাণ -শুভ/ মঙ্গল।

প্রণমিল -প্রণাম করলো।

ষট্- ছয় সংখ্যা।

শাস্ত্র পুরান বেদ স্মৃতি ইত্যাদি গ্রন্থ।

শীঘ্র -তাড়াতাড়ি।

বন্ধন -বাঁধা।

ক) অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

১ কবিতায় আদর্শ শিষ্যের নাম কি?

খ) এই কবিতায় আদর্শশিষ্যের আরুনি।

২) গুরুর নাম কি?

উঃ) গুরুর নাম শান্তিপন।

৩) গুরু শিষ্য কে কি আশীর্বাদ
করেছিলেন?

উঃ) গুরু শিষ্য কে চারটি বেদ, ষট্শাস্ত্রে জ্ঞানী হওয়ার আশীর্বাদ করেছিলেন।

খ) সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দাও।

১) গুরু শিষ্যকে ডেকে কি নির্দেশদিয়েছিলেন?

উঃ) ধান ক্ষেতের জমির জল আটকানোর জন্য মাঠের বাঁধ দিতে হবে। সেই আদেশগুরু শিষ্য আরুনিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

২) শিষ্য সেই নির্দেশ কিভাবে পালন করেছিল?

উঃ) জলের খুব বেগের জন্য মাটির বাঁধ ঠিকভাবে দিতে পারছিল না সে তাই গুরুর আদেশ কে মনে করে আরুণী সেই বাঁধের উপর শুয়ে পড়েছিল, জল আটকানোর জন্য।

৩) চারি বেদ ষট্-শাস্ত্র বলতে কী বোঝো?

উঃ)প্রাচীন ভারতের ধর্ম গ্রন্থ। চার বেদ বলতে বেদের চারটি ভাগ অর্থাৎ ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব কে বোঝানো হয়েছে । ষট শাস্ত্র বলতে বেদ পুরান স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থের সমাহার কে বলা হয়। যারা এইসব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাদের পন্ডিত বলা হত। প্রাচীন ভারতে এইসব শাস্ত্র জ্ঞান টোলে পড়ানো হতো। এবং বেদ লেখা ছিল না, শুনে শুনেই মনে রাখতে হতো শিষ্যদের তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি।

২)ঘ)১) হ্যাঁ কিংবা না লিখে উত্তর দাও।

ক) অবন্তী নগরে দ্বিজ নাম শান্তিপন।হ্যাঁ।

খ) তার শিষ্যের নাম ছিল বারুণী। না।

গ) আজ্ঞা মাত্র শীর্ষ গমন করল। হ্যাঁ।

ঘ) চার বেদ ও ছয় শাস্ত্র হ্যাঁ।

২) শূন্যস্থান পূরণ করো ।

জল বহি যায়, গুরু পাছে ক্রোধ করে।

আপনি শুইল শিষ্য বাঁধাল উপরে।

সমস্ত দিবস গেল, হইল রজনী।
না আইল শিষ্য, দ্বিজ চলিল আপনি।

ঙ)ব্যাকরণ ভিত্তিক প্রশ্নাবলী ।

১) অর্থ লেখ ।

দ্বিজ-ব্রাহ্মণ ।

অধ্যায়ন-পড়াশোনা ।

আজ্ঞা -আদেশ।

রজনী- রাত্রি।

ক্রোধ -রাগ।

২) টীকা লেখ । চারি বেদ , ষট শাস্ত্র।

চারি বেদ-প্রাচীন ভারতের ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। চারি বেদ বলতে বেদের চারটি ভাগ কে বোঝানোহয়েছে। যেমন- ঋক, সাম, যজু ও অথর্ব । সেই যুগে ছাত্ররা বেদ কে লিখত না শুনে শুনে মনে রাখত তাই বেদের অপর নাম শ্রুতি।

ষট শাস্ত্র-ষট শাস্ত্র বলতে বেদ পুরান স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থের সমাহার কে বলা হয়। যারা এইসব বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাদের পন্ডিত বলা হত। প্রাচীন ভারতে এইসব শাস্ত্র জ্ঞান টোলে পড়ানো হতো।

৩) নিচের বাক্যগুলি রেখাঙ্কিত পদগুলির কোনটি কোন পদ তা লেখ।

ধান্য ক্ষেত্রে: বিশেষ্য পদ।

শুয়ে আছি:ক্রিয়াপদ।

অতিবেগ: বিশেষণ পদ।

****